দ্বিতীয় অধ্যায়

সংজ্ঞা

(Definition)

২.১. সংজ্ঞা কি ? (What is definition ?)

ভাষা-বিশ্লেষণী দর্শনে সংজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক ভাষার লক্ষ্য হল, ভাবের আদান-প্রদানকে সহজ ও সুগম করা। ভাষা যে সব বাক্যে প্রকাশ পায় তাদের অন্তর্গত শব্দসমূহের সুস্পষ্ট অর্থ জানা না থাকলে ভাব-বিনিময় সম্ভব হতে পারে না। ভাব-বিনিময়কে সম্ভব করার জন্য তাই প্রথমেই প্রয়োজন হয় শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ অর্থাৎ সংজ্ঞা নির্ধারণ। সাধারণভাবে তাই বলা যায় যে, **শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করাই হচ্ছে সংজ্ঞা।**

শব্দের অর্থ বলতে বোঝায় শব্দবোধিত বিষয়বস্তু। যেমন, "মানুষ" শব্দটি যে প্রাণীকে বোধিত করে সেটাই "মানুষ" শব্দের অর্থ। "মানুষ" শব্দটির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তাই বোধিত বস্তুর অর্থাৎ "মানুষ" নামক প্রাণীর লক্ষণের বা লক্ষণধর্মের উল্লেখ করতে হয়। **যে ধর্ম কোন বস্তুর আবশ্যিক ধর্ম (অর্থাৎ যা না-হলে নয়) সেটাই তার লক্ষণধর্ম।** শব্দের সংজ্ঞায় শব্দবোধিত বস্তুর লক্ষণের বা লক্ষণধর্মের উল্লেখ করতে হয়।

স্পষ্টতই, **আমরা শব্দের সংজ্ঞা দিই আর বস্তুর লক্ষণ।** অর্থাৎ কোন শব্দের সংজ্ঞা দেবার মানে হল সেই শব্দবোধিত বস্তুর লক্ষণ দেওয়া, আর কোন বস্তুর লক্ষণ দেবার মানে হল সেই বস্তু-নামের বা শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া। শব্দের সংজ্ঞা এবং বস্তুর লক্ষণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, তারা যেন একই পৃষ্ঠার দুটি ভিন্ন দিক। শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে বাক্যে তাকে বলে **সংজ্ঞাবাক্য,** আর বস্তুর লক্ষণ বা লক্ষণধর্মের কথা বলা হয় যে বাক্যে তাকে বলা হয় **লক্ষণবাক্য।** শব্দের সংজ্ঞা এবং বস্তুর লক্ষণ যখন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন সংজ্ঞাবাক্য এবং লক্ষণবাক্যের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য থাকে না।

সাধারণভাবে, কোন শব্দের সংজ্ঞায় সেই শব্দবোধিত বস্তুর লক্ষণের বা লক্ষণধর্মের কথা বলতে হয়। যেমন, "মানুষ" শব্দটির সংজ্ঞায় মানুষের (শব্দবোধিত বিষয়ের) যে লক্ষণধর্ম 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' তার উল্লেখ করে বলতে হয় —

'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।'

তেমনি "ত্রিভুজ" শব্দটির সংজ্ঞায় ত্রিভুজের (শব্দবোধিত বিষয়ের) যে লক্ষণ বা লক্ষণধর্ম 'তিনবাহুবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র' তার উল্লেখ করে বলতে হয়—

'ত্রিভুজ হল তিনবাহুবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র।'

দুটি বাক্যই সংজ্ঞাবাক্য বা লক্ষণবাক্য।

সংজ্ঞাবাক্য বা লক্ষণবাক্যের দুটি অংশ থাকে—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। বাক্যের উদ্দেশ্যকে বলে definiendum বা **সংজ্ঞেয়,** যা কোন শব্দ হতে পারে আবার শব্দ-সমষ্টিও হতে পারে ; বাক্যের বিধেয়কে বলে definiens বা **সংজ্ঞাসূচক ধর্ম বা লক্ষণধর্ম।**

Scanned by CamScanner

শব্দের সংজ্ঞায় সাধারণত ঐ শব্দটির পরিবর্তে এক বা একাধিক সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যাতে মূল শব্দটির অর্থান্তর না হয়। "মানুষ" শব্দের সংজ্ঞায় যখন বলা হয়, 'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব' তখন উদ্দেশ্যের অন্তর্গত 'মানুষ' (Definiendum) এবং বিধেয়ের অন্তর্গত 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব' (definiens) সমার্থক। **সংজ্ঞায় ব্যবহৃত শব্দগুলি যদি সংজ্ঞেয় শব্দটির সমার্থক না হয় তাহলে সংজ্ঞাটি 'অব্যাপ্তি' বা 'অতিব্যাপ্তি' দোষে দুষ্ট হবে।** যেমন, "মানুষ"-এর সংজ্ঞায় যদি বলা হয়—'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্নজীব যে কথা বলে' তাহলে সংজ্ঞাটিতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটবে, কেননা বোবারা কথা বলতে পারে না, যদিও তারা মানুষ। তেমনি "মানুষ'-এর সংজ্ঞায় যদি বলা হয়—'মানুষ হল জীব' তাহলে সংজ্ঞাটিতে **অতিব্যাপ্তি** দোষ ঘটবে, কেননা সেক্ষেত্রে গরু, ছাগল প্রভৃতি জীবকেও মানুষরূপে গণ্য করতে হবে। এই বিপত্তির কথা চিন্তা করেই সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানীরা সংজ্ঞার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন 'Definition is per genus et differentia' অর্থাৎ **সংজ্ঞা দেবার পদ্ধতি হল—নিকটতম জাতি** (genus) **ও বিভেদক্ বৈশিষ্ট্যের** (differentia) **উল্লেখ করা**। মানুষের নিকটতম জাতি হল 'জীব' আর তার বিভেদকলক্ষণ (যে লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে ভিন্ন করে) হল 'বুদ্ধিবৃত্তি'। "মানুষ" পদের সংজ্ঞায় মানুষের এই দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলে সংজ্ঞাটি হবে 'মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব'।

এ প্রকার সংজ্ঞাকে বলে **শাব্দিক সংজ্ঞা**। এখানে এক শব্দের সংজ্ঞায় অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে নির্দেশ করাটাই যদি সংজ্ঞার প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে মানতে হয় যে, **শাব্দিক সংজ্ঞাই একমাত্র সংজ্ঞা নয়**। শব্দবোধিত বিষয়কে বোঝাবার জন্য, শব্দের অর্থকে সুস্পষ্ট করার জন্য, অন্য শব্দের ব্যবহার না করলেও চলে। যেমন, কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেও কোন শব্দের অর্থ বোঝানো যেতে পারে। "গরু" শব্দটির সংজ্ঞায় অন্য কোন শব্দ ব্যবহার না করেও ঐ শব্দটির অর্থ বোঝানো যেতে পারে। এই গরু, সেই গরু ইত্যাদি কয়েকটি গরুকে দেখিয়ে বলা যেতে পারে যে—'এ জাতীয় পশুকেই গরু বলে'। এইরকম অশাব্দিক সংজ্ঞাকে বলে **'বাচ্যার্থমূলক সংজ্ঞা'** (definition by denotation) বা **'ঔদাহরণিক সংজ্ঞা'** (definition by citing example) ।

তেমনি আবার, এমন কতকগুলি মৌলিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক শব্দ আছে যাদের শাব্দিক সংজ্ঞা হয় না। যেমন—"লাল", "হলুদ", "ব্যাথা", "ভালবাসা" ইত্যাদি । এসব ক্ষেত্রে শব্দবোধিত বিষয়টি ব্যক্তিকে দেখিয়ে অথবা অনুরূপ অভিজ্ঞতা তার মধ্যে জাগ্রত করে শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট করতে হয়। এজাতীয় সংজ্ঞাকে বলে **'প্রদর্শক সংজ্ঞা'** (ostensive definition) ।

স্পষ্টতই "সংজ্ঞা" শব্দটির দুটি অর্থ আছে—**সংকীর্ণ অর্থ এবং ব্যাপক অর্থ**। সংকীর্ণ অর্থে কেবল শাব্দিক সংজ্ঞাই সংজ্ঞা। ব্যাপক অর্থে শাব্দিক সংজ্ঞার সঙ্গে ঔদাহরণিক এবং প্রদর্শক সংজ্ঞাও 'সংজ্ঞার' অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাত্ত্বিক আলোচনায় **সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা** অনস্বীকার্য। **প্রথমত,** সংজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এক শব্দের সংজ্ঞায় অন্য শব্দ, সেই অন্যশব্দের সংজ্ঞায় আবার অন্য

Scanned by CamScanner

কোন শব্দ—এভাবে শব্দের ব্যবহার আমাদের শব্দভাণ্ডারকে ক্রমশই উন্নত ও প্রসারিত করে। দ্বিতীয়ত, যে সব শব্দ স্পষ্টার্থক নয়, তাদের অর্থকে সুস্পষ্ট করার জন্য সংজ্ঞার প্রয়োজন। এমন কিছু শব্দ আছে যাদের প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। যেমন—"রক্ষণশীল," "প্রগতিপন্থী" ইত্যাদি। এজাতীয় ক্ষেত্রে শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করার জন্য সংজ্ঞার প্রয়োজন। তৃতীয়ত, দ্ব্যর্থতা অপসারণের জন্য সংজ্ঞার প্রয়োজন। দ্ব্যর্থক শব্দ কখন কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য শব্দটির সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়োজন হয়।

Scanned by CamScanner